দৈনিক সংবাদ 153
তারিখ 01 AUG 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাসের হার : ঢাকা ৫৮·১৬%, কুমিল্লা ৭১·৯৬%, যশোর ৬৬·৬৬% ও রাজশাহী ৬৮·৭৯%

এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চারটি বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল গতকাল বৃহস্পতিবার প্রকাশ করা হয়েছে। পাসের হার ৬৫ দশমিক ৮১ শতাংশ।

গত মার্চ ও এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষায় ৪টি বোর্ডের ৩ লাখ ৬৬ হাজার ৩৮১ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল। উত্তীর্ণ হয়েছে ২ লাখ ৪১ হাজার ১৩৪ জন। অর্থাৎ ৬৫ দশমিক ৮১ ভাগ পাস করেছে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ভুলবশতঃ পাসের হার ৬৬ দশমিক ৩৯ বলা হয়েছে। চারটি বোর্ডের পাসের হার যোগ দিয়ে গড় বের করায় এ বিভ্রান্তি ঘটেছে।

এই পরীক্ষায় পুরনো পাঠ্যসূচীর আওতায় ৬৭ হাজার ২৫৮ জন অংশ নিয়েছিল। উত্তীর্ণ হয়েছে ৪২ হাজার ৩১৮ জন। পাসের হার ৬২ দশমিক ৯১।

পরীক্ষায় মোট উত্তীর্ণের মধ্যে ১৪ দশমিক ৭৪ ভাগ প্রথম বিভাগে, ৭০ দশমিক ১১ ভাগ দ্বিতীয় এবং ১৫ দশমিক ১৫ শতাংশ তৃতীয় বিভাগে ঠাঁই পেয়েছে।

ঢাকা বোর্ড

ঢাকা বোর্ডের ১ লাখ ১১ হাজার ৬৬০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬৪ হাজার ৯৪৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। পাসের হার ৫৮ দশমিক ১৬ ভাগ। এর মধ্যে ১০ হাজার ৩০৫ জন প্রথম বিভাগে (১৫ দশমিক ৮৬ ভাগ), ৪৬ হাজার ৯১১ জন দ্বিতীয় এবং ৭ হাজার ৭৩০জন তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে।

কুমিল্লা বোর্ড

কুমিল্লা বোর্ডে পাসের হার ৭১ দশমিক ৯৬। কিন্তু বোর্ডের ফলাফল বইয়ে পাসের হার ভুলবশতঃ ৭০ ভাগ দেখানো হয়েছে। পরীক্ষা দিয়েছিল ৮৪ হাজার ৩০৪ জন। পাস করেছে ৬০ হাজার ৬৬৮ জন। এর মধ্যে ১০ হাজার ৬২ জন প্রথম বিভাগে (১৬ দশমিক ৫৮ ভাগ), ৪২হাজার ৩৯৯ জন দ্বিতীয় এবং ৮ হাজার ২০৭ জন তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে।

যশোর বোর্ড

যশোর বোর্ডে পাসের হার ৬৬ দশমিক ৬৬ ভাগ। ৮০ হাজার ৭৩৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫৩ হাজার ৮২২ জন পাস করেছে। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ৭ হাজার ৮৫৩ জন (১৪ দশমিক ৫৯ ভাগ), ৩৭ হাজার ১৮৩ জন দ্বিতীয় এবং ৮ হাজার ৭৮৬ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে।

রাজশাহী বোর্ড

রাজশাহী বোর্ডে পাসের হার ৬৮ দশমিক ৭৯ ভাগ। ৮৯ হাজার ৬৭৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬১ হাজার ৬৯৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে ৭ হাজার ৩২৪ জন প্রথম বিভাগে (১১ দশমিক ৮৭ ভাগ), ৪২ হাজার ৫৭৬ জন দ্বিতীয় এবং ১১ হাজার ৭৯৮ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করেছে।

পাসের হার সর্বাধিক

গত ৫ বছরের মধ্যে এবার এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার সর্বাধিক।

এবার পাসের হার ৬৫ দশমিক ৮১। পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির রিপোর্ট সূত্রে জানা যায়, ১৯৮২ সালে এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৫০ ভাগ, '৮৩তে ৪৪ ভাগ এবং '৮৪তে ৫৫ ভাগ। ১৯৮৫-তে হার ছিল ৪৬ দশমিক ১৪।

পাসের হার ১০০ ভাগ

কুমিল্লা ও যশোর বোর্ডের শিল্পকলা বিভাগে পাসের হার ১০০ ভাগ। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩জন। সবাই দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে। যশোর বোর্ডের শিল্পকলা বিভাগে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হলো এক এবং এটাই সর্বনিম্ন।

শীর্ষস্থানীয় শিক্ষালয়

এবারের পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, সরকারী ল্যাবরেটরী উচ্চ বিদ্যালয়, শাহীন স্কুল, কুমিল্লা বোর্ডে কুমিল্লা জিলা স্কুল, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, যশোর বোর্ডে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ ও বরিশাল ক্যাডেট কলেজ এবং রাজশাহী বোর্ডে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

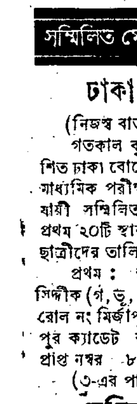

সুলতান মাহমুদ সিদ্দিক
ঢাকা বোর্ড, প্রথম

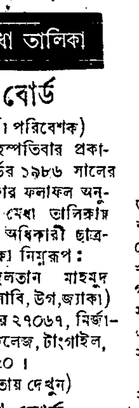

কামরুল আহসান
কুমিল্লা বোর্ড, যুগ্ম প্রথম

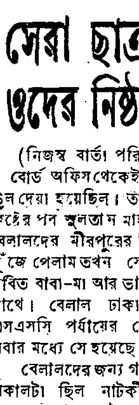

আবুল কালাম সারোয়ার
কুমিল্লা বোর্ড, যুগ্ম প্রথম

সম্মিলিত মেধা তালিকা

ঢাকা বোর্ড

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল বৃহস্পতিবার প্রকাশিত ঢাকা বোর্ডের ১৯৮৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম ২০টি স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা নিম্নরূপ :

প্রথম : সুলতান মাহমুদ সিদ্দীক (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাক) রোল নং মির্জাপুর ২৭০৬৭, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাংগাইল, প্রাপ্ত নম্বর ৮৫০।

(৩-এর পাতায় দেখুন)

কুমিল্লা বোর্ড

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল বৃহস্পতিবার প্রকাশিত কুমিল্লা বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের সম্মিলিত মেধা তালিকার প্রথম ২০ জনের নাম ক্রমিক অনুসারে দেয়া হলো :

প্রথম (দু'জন) : মোহাম্মদ কামরুল আহসান (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাক) রোল কুম-১-২৬৪, কুমিল্লা জেলা স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর ৮৪৩ ও আবুল কালাম সারোয়ার (গ, ভূ, সাবি, উগ,

(৩-এর পাতায় দেখুন)

রাজশাহী বোর্ড

রাজশাহী বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের ক্রম অনুসারে মেধা তালিকা :

প্রথম: মোঃ সাইফুল ইসলাম (ইং, অং, ভূ, সাবি, গ, জ্যাক) রোল রাজ ক্যাডেট-২৪, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮৬৭।

দ্বিতীয় : আ, ব, ম, হাসানুজ্জামান (ইং, অং, ভূ, সাবি, গ, জ্যাক) রোল রাজ ক্যাডেট-৪০, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত

(৩য় পাতায় দেখুন)

যশোর বোর্ড

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল বৃহস্পতিবার প্রকাশিত যশোর বোর্ডের ১৯৮৬ সনের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম ২০টি স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা নিম্নরূপ :

প্রথম: মোঃ শাহেদ ফারুক সিনহা (ইং, গ, সাবি, ভূ উগ, জ্যাক) রোল ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ, প্রাপ্ত নম্বর ৮৫৯।

দ্বিতীয়: ফারহানা মান্নান (গ,

(৩-এর পাতায় দেখুন)

সেরা ছাত্র-ছাত্রীদের কয়েকজন ওদের নিষ্ঠা আর শ্রম সার্থক হলো

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বোর্ড অফিস থেকেই বাড়ীর নম্বর ভুল দেয়া হয়েছিল। তাই কিছুটা কষ্টের পর সুলতান মাহমুদ সিদ্দিক বেলালদের মীরপুরের বাড়ী যখন খুঁজে পেলাম তখন সে বসেছিল গর্বিত বাবা-মা আর ভাইবোনদের সাথে। বেলাল ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পর্যায়ের সেরা ছাত্র, সবার মধ্যে সে হয়েছে প্রথম।

বেলালদের জন্য গতকালকের সকালটা ছিল নাটকীয় একটা সময়। সকাল ১০টা পর্যন্ত ওরা জানতো বেলাল দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। বন্ধুদের কাছ থেকে তারপর হঠাৎ করেই প্রথম হবার খবর আসে। তার পরপরই বেলাল এবং ওর বাবা-মা'র সাথে কথা বলে জানা গেল এই খবর তাদেরকে যে আনন্দ দিয়েছে তা প্রকাশ করা যায় না। মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ছাত্র, ৩ ভাই আর এক বোনের মধ্যে সবার বড় মৃদুভাষী বেলাল টেষ্ট পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েছিল। চূড়ান্ত পরীক্ষা আশানুরূপ না হলেও তার আশা ছিল সবচেয়ে উঁচু জায়গাটি সেই পাবে। বেলাল জানালো রোজ ৯/১০ ঘন্টা সে পড়েছে এবং তার কোন প্রাইভেট টিউটর ছিল না। ওর মতে রেজাল্ট ভালো করতে হলে মন লাগিয়ে পড়া উচিত, তা বেশীকম যাই হোক আর বাইরের বইপত্রও কিছু পড়া উচিত।

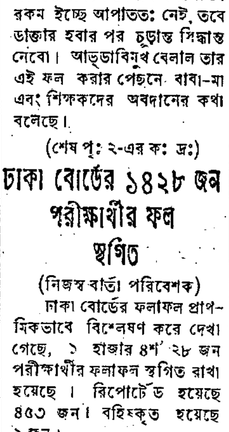

মোহাম্মদ শাহেদ ফারুক সিনহা
যশোর বোর্ড, প্রথম

বেলাল ডাক্তার হবে। এজন্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর সে বিদেশে পড়তে যাবে। মানুষের সেবা করার জন্যেই সে এ পথ বেছে নেবে বলে জানালো। অধিকাংশ ক্যাডেটের মতো সেও সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে কিনা জানতে চাইলে বেলাল বললো সে রকম ইচ্ছে আপাততঃ নেই, তবে ডাক্তার হবার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবো। আভূডাবিমুখ বেলাল তার এই ফল করার পেছনে বাবা-মা এবং শিক্ষকদের অবদানের কথা বলেছে।

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

এবার ছেলেরা ভাল করেছে বেশী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা ভাল করেছে। অন্যদিকে কুমিল্লা বোর্ডের পরীক্ষার্থীরা বেশী মেধার প্রমাণ রেখেছে।

মোট ৩ লাখ ৬৬ হাজার ৩শ' ৮১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ লাখ ৫৯ হাজার ৫শ'৯৩ জন পুরুষ। এর মধ্যে ৬৬ দশমিক ৪৪ ভাগ উত্তীর্ণ হয়েছে।

অন্যদিকে মহিলা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে ১ লাখ ৬ হাজার ৭শ' ৮৮। এর মধ্যে ৬৪ দশমিক ২৯ ভাগ পাস করেছে।

চারটি বোর্ডের মেধা তালিকাতেও সার্বিকভাবে মেয়েরা ভাল করতে পারেনি। ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকাভুক্ত ৪৩ জনের মধ্যে মাত্র চারজন মহিলা।

কুমিল্লা বোর্ডের পরীক্ষার্থীরা এবার সর্বাধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। চারটি বোর্ডের মধ্যে উক্ত বোর্ডে পাসের হার সর্বাধিক ৭১ দশমিক ৯৬। এছাড়া অন্যান্য বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের তুলনায় কুমিল্লার পরীক্ষার্থীরা বেশী হারে প্রথম বিভাগ পেয়েছে। যেমন ঢাকার পরীক্ষার্থীদের ১৫ ভাগ, রাজশাহীর ১১ ভাগ, যশোরের ১৪ ভাগ পরীক্ষার্থী প্রথম বিভাগ পেয়েছে। সেখানে কুমিল্লার পরীক্ষার্থীদের ১৬ ভাগ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে।

ঢাকা বোর্ডের ১৪২৮ জন পরীক্ষার্থীর ফল স্থগিত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা বোর্ডের ফলাফল প্রাথমিকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ১ হাজার ৪শ' ২৮ জন পরীক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে। রিপোর্টেড হয়েছে ৪৫৩ জন। বহিস্কৃত হয়েছে ১ জন।

মির্জাপুরের একটি কেন্দ্রের সব পরীক্ষার্থীরই (৪৯ জন) ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে। সরিষাবাড়ীর একটি কেন্দ্রেরও একই অবস্থা। নরসিংদীর পাকুন্দিয়া কেন্দ্রের ৩০ জন পরীক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে। ইটনা কেন্দ্রের সবাই ফেল করেছে।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ০১ AUG 1986
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... ১ ...

৪ বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকা

ঢাকা বোর্ড

(১ম পাতার পর)

দ্বিতীয়: মো: জাহিদ হাসান (গ, ভূ, সাবি, উগ, বাহি) রোল নং ঢাকা ৬৮৫০, ধানমণ্ডী গভ: বয়েজ হাইস্কুল, ঢাকা, প্রাপ্ত নম্বর ৮৪৮।

তৃতীয়: সোনিয়া বেগ (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল নং ঢাকা-ম ৭০৭৯, বি, এ, এফ, শাহীন স্কুল ও কলেজ, ঢাকা প্রাপ্ত নম্বর ৮৪১।

চতুর্থ: জাহিদুল মুরশালিন (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল নং মির্জাপুর ২৭১১৩, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল, প্রাপ্ত নম্বর ৮৩৩।

পঞ্চম (২ জন): মো: আমিনুর রহমান (গ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল নং মির্জাপুর ২৭০৭১, মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল, প্রাপ্ত নম্বর ৮৩১ এবং মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল নং মির্জাপুর ২৭০৮৯, মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল, প্রাপ্ত নম্বর ৮৩১।

ষষ্ঠ: (৩ জন): মীর শরিফুল আজম (গ, ভূ, সাবি, উগ, বাহি) রোল নং ঢাকা-৪৫৭৩, গভর্নমেণ্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, ঢাকা, প্রাপ্ত নম্বর ৮২৬; শামছুন নাহার (গ, ভূ, সাবি, ইধ, উগ) রোল নং ঢাকা-ম৭২১৭, বি, এ, এফ, শাহীন স্কুল ও কলেজ, ঢাকা, প্রাপ্ত নম্বর ৮২৬ এবং মো: মাহবুব হোসেন (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল নং মির্জাপুর ২৭০৯৫, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল, প্রাপ্ত নম্বর ৮২৬।

সপ্তম (২ জন): মো: এনামুল হক (গ, ভূ, সাবি, উগ, বাহি) রোল নং ঢাকা-৪৫৭৫, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ঢাকা, প্রাপ্ত নম্বর ৮২৪, এবং শাফকাত আহমদ (গ, ভূ, সাবি, উগ, বাহি) রোল নং ঢাকা ৪৫৭৮, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ঢাকা, প্রাপ্ত নম্বর ৮২৪।

অষ্টম: ফয়ছল আহমেদ (গ, সাবি, উগ, বাহি) রোল নং ঢাকা ২৫৮১, মতিঝিল মডেল হাইস্কুল, ঢাকা, প্রাপ্ত নম্বর ৮২৩।

নবম (২ জন): মো: মাহিন আকবর (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল নং মির্জাপুর ২৭০৯৪, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাংগাইল, প্রাপ্ত নম্বর ৮২২ এবং মো: মেহদী হাসান (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল নং মির্জাপুর ২৭১১৬ মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাংগাইল, প্রাপ্ত নম্বর ৮২২।

দশম (৪জন): স্বতীর্থ কবীর (গ, ভূ, সাবি, উগ, বাহি) রোল নং ঢাকা ৪৫৭৭, গভর্ণমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ঢাকা, প্রাপ্ত নম্বর ৮২১, রইছ আহমাদ (গ, সাবি, উগ, বাহি) রোল নং ঢাকা-৪৫৮১, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ঢাকা, প্রাপ্ত নম্বর ৮২১; মো: মোখলেসুর রহমান সরকার (গ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল নং মির্জাপুর ২৭০৭৫, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাংগাইল, প্রাপ্ত নম্বর ৮২১ এবং মুস্তাফিজুর রহমান খান (গ, ভূ সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল নং মির্জাপুর ২৭১০৫, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাংগাইল প্রাপ্ত নম্বর ৮২১।

একাদশ (২জন): শাহ ওয়ারিফ হোসেন (গ, ভূ, সাবি, উগ বাহি) রোল নং ঢাকা ৪৫৮২, গভর্ণমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ঢাকা, প্রাপ্ত নম্বর ৮২০; এবং মো: আনিসুর রহমান (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল নং মির্জাপুর ২৭০৬৪, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল, প্রাপ্ত নম্বর ৮২০।

দ্বাদশ: এ, জেড, এম তানভীর চৌধুরী (গ, ভূ, উগ, সাবি, বাহি) রোল নং ঢাকা ৪৫৭৬, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ঢাকা, প্রাপ্ত নম্বর ৮১৯।

ত্রয়োদশ (৪ জন): মো: মনোয়ার হোসেন (গ, সাবি, উগ, বাহি) রোল নং ঢাকা ৪৬, মতিঝিল সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়, ঢাকা, প্রাপ্ত নম্বর ৮১৮; মো: আরিফ-আল-কাশেম (গ, ভূ, সাবি, উগ, বাহি) রোল নং-ঢাকা-৮৫, মতিঝিল সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়, ঢাকা, প্রাপ্ত নম্বর ৮১৮; আলী আহসান ফকির মোহাম্মদ শরীফুল কবীর (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল নং মির্জাপুর ২৭০৭২, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল, প্রাপ্ত নম্বর ৮১৮; আশিকুর রহমান (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল নং মির্জাপুর ২৭১০৯, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল, প্রাপ্ত নম্বর ৮১৮।

চতুর্দশ: তানিম আহমেদ (গ, সাবি, উগ, বাহি) রোল নং ঢাকা ৪৫৮০, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ঢাকা, প্রাপ্ত নম্বর ৮১৬।

পঞ্চদশ (৫ জন): সৈয়দ মো: ওয়ায়েজ জামান (গ, সাবি, উগ, বাহি) রোল নং ঢাকা ৪৫৯১, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, ঢাকা, প্রাপ্ত নম্বর ৮১৪; মো: মাসুদ পারভেজ (গ, সাবি, উগ, বাহি) রোল নং ঢাকা ৪৬৫৮, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা প্রাপ্ত নম্বর ৮১৪; শাকিলা নাগিস খান (গ, সাবি, উগ, বাহি) রোল নং ঢাকা ম ৬০১০, অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা, প্রাপ্ত নম্বর ৮১৪; মো: দেলোয়ার হোসাইন ভুইয়া (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল নং মির্জাপুর ২৭০৬৯, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাংগাইল, প্রাপ্ত নম্বর ৮১৪; এ, এইচ, এম জহীরুল ইসলাম (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল নং মির্জাপুর ২৭১১৮, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাংগাইল, প্রাপ্ত নম্বর ৮১৪।

ষোড়শ: (২জন) মো: নাসিরুল গণি (গ, সাবি, উগ, বাহি) রোল নং ঢাকা-২৫৮৩, মতিঝিল মডেল হাইস্কুল, ঢাকা, প্রাপ্ত নম্বর ৮১৩; তাজীন আরফীন (গ, ভূ, সাবি, উগ) রোল নং সাভার ম ১০৪৩৯, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল, সাভার, ঢাকা প্রাপ্ত নম্বর ৮১৩।

সপ্তদশ (৩ জন): মুহম্মদ শাকিল হাসান (গ, সাবি, উগ, বাহি), রোল নং-ঢাকা ৪৫৮৫, গভর্নমেণ্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ঢাকা, প্রাপ্ত নম্বর ৮১২; মাহফুজ-উল-হাসান (গ, ভূ, সাবি, ইধ, উগ), রোল নং, ঢাকা ৯০১০, মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা, প্রাপ্ত নম্বর ৮১২; খন্দকার মো: আরিফ-আল-মান্নান (গ, ভূ সাবি, ইধ, উগ) রোল নং মীরপুর ১০১৯১, মীরপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা, প্রাপ্ত নম্বর ৮১২।

অষ্টাদশ: মেহদী মো: বখতিয়ার উদ্দীন খান গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা), রোল নং-মির্জাপুর ২৭০৬৫, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাংগাইল, প্রাপ্ত নম্বর ৮১১।

উনবিংশ (২ জন) মো: রফি-উলহোসেন (গ, ভূ, সাবি, উগ, বাহি) রোল নং-ঢাকা ৪৫৭৪, গভর্নমেণ্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ঢাকা, প্রাপ্ত নম্বর ৮১০, অলক সূত্রধর (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল নং ঢাকা ৫৩৭৬, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল, ঢাকা, প্রাপ্ত নম্বর ৮১০।

বিংশ (৪জন): হাসিবুর রহমান (গ, সাবি, উগ, বাহি) রোল নং ঢাকা ৪৫৮৪, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ঢাকা, প্রাপ্ত নম্বর ৮০৯; আহমেদ ইউসুফ ওয়ালিদ (গ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল নং ঢাকা ৭০৩২, বিএএফ শাহীন স্কুল ও কলেজ, ঢাকা, প্রাপ্ত নম্বর ৮০৯; সোহেল হারুন (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা), রোল নং মির্জাপুর ২৭০৭৪, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল, প্রাপ্ত নম্বর ৮০৯; আবদুল্লাহ আল মামুন (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল নং মির্জাপুর ২৭১২৩, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাংগাইল, প্রাপ্ত নম্বর ৮০৯।

যশোর বোর্ড

(১ম পাতার পর)

ভূ, সাবি, উগ, টা) রোল যশোর ক্যান্ট-১, দাউদ পাবলিক স্কুল, যশোর, প্রাপ্ত নম্বর ৮৫৪।

তৃতীয়: মো: হাসান শহীদ (ইং, গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল বরিশাল ক্যাডেট-৫১, বরিশাল ক্যাডেট কলেজ, বরিশাল, প্রাপ্ত নম্বর ৮৫৩।

চতুর্থ: কাজী ওয়াসিফ আহমেদ (ইং, গ, ভূ, সাবি, উগ, টা) রোল যশোর ক্যান্ট-২, দাউদ পাবলিক স্কুল, যশোর, প্রাপ্ত নম্বর ৮৫২।

পঞ্চম: মো: জিয়া হাসান চৌধুরী (ইং, গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল ঝিনাইদহ ক্যাডেট-৭, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ, প্রাপ্ত নম্বর ৮৫১।

৬ষ্ঠ: মোহাম্মদ আশরাফ-উল-ইসলাম (গ, ভূ, উগ, সাবি, টা) রোল যশোর ক্যাণ্ট-৫৪, বি, এ, এফ, শাহীন স্কুল ও কলেজ, যশোর, প্রাপ্ত নম্বর ৮৪৫।

সপ্তম: হাসান মাহমুদ রেজা (ইং, গ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল ঝিনাইদহ ক্যাডেট-২২, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮৪০।

অষ্টম: এ, এস, এম তারিকুল ইসলাম (ইং, ভূ সাবি, ইধ, উগ) রোল বরিশাল ক্যাডেট-২৩, বরিশাল ক্যাডেট কলেজ, বরিশাল, প্রাপ্ত নম্বর ৮৩৯।

নবম: আবু হেনা মো: শফিউল বারী (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল ঝিনাইদহ ক্যাডেট-৪৯, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮২৬।

দশম: এস, এম জিয়া-উল-আজিম (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল ঝিনাইদহ ক্যাডেট-৩, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮২৫।

একাদশ (২ জন): শওকত মোহাম্মদ কামরুল হাসান (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল ঝিনাইদহ ক্যাডেট-৮, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮২৩ ও সাদিয়া সাজমিন সিদ্দিকা (গ, ভূ, সাবি, উগ, ইধ) রোল পটুয়াখালী ম-৩৫০, পটুয়াখালী সরকারী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রাপ্ত নম্বর ৮২৩।

দ্বাদশ: মো: আনিছুর রহমান (গ, ভূ, সাবি, উগ, বাহি) রোল বুরুজবাগান-১, বুরুজবাগান মহাবিদ্যালয়, যশোর, প্রাপ্ত নম্বর ৮২২।

ত্রয়োদশ (২জন): মো: অহিদুল ইসলাম (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, রোল ঝিনাইদহ ক্যাডেট-১৬, প্রাপ্ত নম্বর ৮২১; আ, স, ম, শাহরিয়ার চৌধুরী (ইং, গ, সাবি, ইধ, উগ) রোল বরিশাল ক্যাডেট-৪৮, বরিশাল ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮২১।

চতুর্দশ: সিকদার আলী আহসান (গ, ভূ, সাবি, উগ, টা) রোল যশোর ক্যাণ্ট-৫, দাউদ পাবলিক স্কুল, যশোর, প্রাপ্ত নম্বর ৮১৯।

পঞ্চদশ (৩ জন): আহমদ ওয়াসিফ (ইং, গ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল কুষ্টিয়া-৯, জেলা স্কুল কুষ্টিয়া, প্রাপ্ত নম্বর ৮১৫; মো: শাহনুর আলম খান (ইং, গ, সাবি, উগ, বাহি) রোল কুষ্টিয়া-৪০৯, হরিনারায়ণপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রাপ্ত নম্বর ৮১৫, মো: ইসরাত হোসেন খান (ইং, গ, সাবি, ইধ, উগ) রোল বরিশাল ক্যাডেট-৪, বরিশাল ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮১৫।

ষোড়শ: কাজী মোয়াজ্জেম হক (গ, ভূ, সাবি, উগ, টা) রোল যশোর ক্যাণ্ট-৪, দাউদ পাবলিক স্কুল, যশোর, প্রাপ্ত নম্বর ৮১৪।

সপ্তদশ: বাবুল কুমার বিশ্বাস (গ, ভূ, সাবি, উগ, টা) রোল যশোর-১, যশোর জিলা স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর ৮১২।

অষ্টাদশ (২জন): শারমীন পারভীন (গ, ভূ, উগ, টা) রোল যশোর ক্যান্ট ম ৩, দাউদ পাবলিক স্কুল, যশোর, প্রাপ্ত নম্বর ৮১১; শামীম আহমেদ (গ, সাবি, ভূ, ইধ, উগ) রোল খুলনা-১০, খুলনা জিলা স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর ৮১১।

উনবিংশ (২জন): এ, এইচ, এম নূর-ই-আসসাইদ (গ, সাবি, উগ, টা) রোল বাগেরহাট-৫, সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাগেরহাট, প্রাপ্ত নম্বর-৮১০; মো: সাবিবর আহমেদ (ইং, গ, সাবি, ইধ, উগ) রোল বরিশাল ক্যাডেট-৪৭, বরিশাল ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮১০।

বিংশতম: মো: কবীরুল ইসলাম (গ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল ঝিনাইদহ ক্যাডেট ৫, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর-৮০৯।

কুমিল্লা বোর্ড

(১ম পাতার পর)

জ্যাকা) রোল, সিকক ১৫, সিলেট ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮৪৩।

দ্বিতীয়: ইকবাল মোর্শেদ কবীর (গ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল-ফৌজ ২১, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮৪০।

তৃতীয়: মো: মোস্তফা জামানুল বাহার (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল-কুম-১-২৬৩, কুমিল্লা জিলা স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর ৮৩৯।

চতুর্থ: শান্তনু দত্ত (গ, ভূ, সাবি, কা, জ্যাকা) রোল-চিট-১ ৬৬৮, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর ৮৩৮।

পঞ্চম: (দু'জন): রায়হান কিবরিয়া (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল-কুম-৩-২, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮৩৬ ও এম নূরুজ্জামান চৌধুরী (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল-সিকক ২৩, সিলেট ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮৩৬।

ষষ্ঠ: সৈয়দ মো: ফকরুল আহছান (গ, ভূ সাবি, উগ, বাহি) রোল চাঁদ ২৯২, চাঁদপুর হাসান আলী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাপ্ত নম্বর ৮৩৫।

সপ্তম (দু'জন): মোহাম্মদ এনামুল খালেক ভূয়া (গ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল কুম-১ ২৫৯, কুমিল্লা জিলা স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর ৮৩০ ও আলাউদ্দিন আহমদ (ইং, গ, সাবি, উগ, ফ) রোল-চিট-১-৬০৮, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর ৮৩০।

অষ্টম: হাসিব মো: শাকুর (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল-ফৌজ ৮; ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ; প্রাপ্ত নম্বর ৮২৯।

নবম: সৌমিত্র সরকার (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল-কুম-১-২৬০, কুমিল্লা জিলা স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর ৮২৮।

দশম: মোহাম্মদ হাসান সরওয়ার (গ, সাবি, কা, উগ) রোল-চিট-১-৬১০, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর ৮২৬।

একাদশ: মোহাম্মদ আবু নাসের সিদ্দিক (গ, সাবি, উগ, লো) রোল চিট-১-৬৬৩, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর ৮২৫।

দ্বাদশ (তিনজন): ছালেহ মোহাম্মদ শাহেদুল ইসলাম (গ, ভূ, সাবি; উগ, কা) রোল চিট-১-৬১৩, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর ৮২৪, তৌফিকুল ইসলাম (গ, সাবি, উগ, জ্যাকা), রোল কুম-১-২৬৫, কুমিল্লা জিলা স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর ৮২৪ ও মো: আলমগীর হোসেন খান (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল কুম-৩-৮, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮২৪।

ত্রয়োদশ: মীর মোহাম্মদ আবুল ফয়েজ (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল কুম-১-২৫৫, কুমিল্লা জিলা স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর ৮২৩।

চতুর্দশ: গোলাম কবির (গ, ভূ, সাবি, উগ, কা) রোল-কুম-১-২৭৫, কুমিল্লা জিলা স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর ৮২১।

পঞ্চদশ: মোহাম্মদ রকিবুল ইসলাম (গ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল ফৌজ ২৪, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮২০।

ষোড়শ: হিরো বড়ুয়া (গ, ভূ, সাবি, উগ, বাহি) রোল কক্স ২২০, কক্সবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাপ্ত নম্বর ৮১৮।

সপ্তদশ (দু'জন): ফরহাদ হোসেন মোহাম্মদ শাহেদ (গ, সাবি, উগ, লো) রোল- চিট-১-৬১৪, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর ৮১৭ ও সৈয়দ খায়েরুল আহসান (গ, ভূ, সাবি, উগ, বাহি) রোল-চাঁদ ২৯১, চাঁদপুর হাসান আলী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাপ্ত নম্বর ৮১৭।

অষ্টাদশ: আখতার শহীদ (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল ফৌজ ৪, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮১৬।

উনবিংশ: শফিকুল ইসলাম (গ, ভূ, সাবি, উগ, ইধ) রোল-কুম ৩-১, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮১৫।

বিংশ (দু'জন): মো: আবুল কাশেম (গ, ভূ, সাবি, উগ, জ্যাকা) রোল সিকক ৩৩, সিলেট ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮১৪ ও মানস সাহা (গ, ভূ, সাবি, উগ, বাহি) রোল চাঁদ ২৪২, চাঁদপুর হাসান আলী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাপ্ত নম্বর ৮১৪।

রাজশাহী বোর্ড

(১ম পাতার পর)

নম্বর ৮৬১।

তৃতীয়: মো: মাহবুব আলম (অং, ভূ, সাবি, গ, জ্যাকা) রোল রাজ ক্যাডেট-৩০, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮৫১।

চতুর্থ: মো: মোস্তাফিজুর রহমান (অং, ভূ, সাবি, গ, বাহি) রোল দিন-১, দিনাজপুর জিলা স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর ৮৫০।

পঞ্চম: এ, কে, এম, শামসুল কবীর (ইং অং, ভূ, সাবি, গ, কাকা) রোল রাজ ক্যাডেট-১৭, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮৪৮।

৬ষ্ঠ (২ জন): সুলক্ষণা শ্যামানাথ (অং, ভূ, সাবি, গ, জ্যাকা) রোল রাজ ম-৮৪১, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর ৮৪৫ ও মো: শামসুল আবেদীন (অং, ভূ, সাবি, গ, কাকা) রোল রাজ ক্যাডেট-১, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮৪৫।

সপ্তম: মো: আমিরুল ইসলাম (অং, ভূ, সাবি, গ, কাকা) রোল রাজ ক্যাডেট-১০, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮৪৪।

অষ্টম (২জন): মো: তারিকুল ইসলাম (ইং, অং, ভূ, সাবি, গ, কাকা) রোল রাজ ক্যাডেট-৫, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮৪৩ ও আই, কে, এম, মোস্তাহসেনুল বাকী (অং, ভূ, সাবি, গ, কাকা) রোল রাজ ক্যাডেট-১১, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮৪৩।

নবম: মো: শামিমুল ইসলাম (ইং, অং, সাবি, গ, জ্যাকা) রোল নং-১, রংপুর জিলা স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর ৮৪০।

দশম: সা'দ মুহম্মদ শিহাব (অং, ভূ, সাবি, গ, জ্যাকা) রোল-রাজ ক্যাডেট ২৬, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮৩৭।

একাদশ: মো: খাদেমুল ইসলাম (অং, ভূ, সাবি, গ, বাহি) রোল-বগ-১, বগুড়া জিলা স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর ৮৩৪।

দ্বাদশ: শেখ মো: এনায়েতুর বাবর (অং, ভূ, সাবি, গ, কাকা) রোল রাজ ক্যাডেট-১২, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮৩৩।

ত্রয়োদশ: শাহ মো: আহসান শহীদ (ইং; অং, সাবি, ইধ, গ) রং ক্যাডেট-২, রংপুর ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮৩২।

চতুর্দশ: এ, কে, এম রেজা-উল ইসলাম (ইং, অং-ভূ, স, গ, জ্যাকা) রোল-র-ভ, রংপুর জিলা স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর ৮৩১।

পঞ্চদশ: মো: মঞ্জুরুল আলম (অং, সাবি, ইধ, গ) রোল সিরাজ ১১৬, জ্ঞানদায়িনী উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ, প্রাপ্ত নম্বর ৮২৯।

ষোড়শ: মো: সাইফুল ইসলাম (ইং, অং, সাবি, গ, বাহি) রোল বগ-৪৩৩, বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮২৮।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 1 AUG 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সেরা ছাত্র-ছাত্রী

(১ম পাতার পর)

কুষ্টিয়ার ছেলে বেনালের বাবা বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের ডিভিশনাল ম্যানেজার (বীজ) জনাব বদরুল ইসলাম সিদ্দিকী এবং মা মিসেস আনিসা সিদ্দিকী স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত খুশী ছেলের এই ফলে। ধর্মভীরু বাবা বললেন, সবই আল্লাহর মেহেরবানি।

কামরুল আহসান
কুমিল্লা বোর্ডে যুগ্মভাবে প্রথম

কুমিল্লা বোর্ডের সেরা ছাত্রদের তালিকায় যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অধিকারী কামরুল আহসান রিপনকে ঢাকায় পেয়ে গেলাম হঠাৎ করেই। ওর বাবা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের সহপরিচালক (হিসাব), ঢাকা। গতকাল বাবা'র কাছেই ছিল লাজুক স্বভাবের রিপন।

রিপনও ডাক্তার হবে। চাকরির অভাবে ডাক্তারদের ধর্মঘটের কথা ওকে বললে সে জবাব দিল ডাক্তার হবো জনসেবা করার জন্য, চাকরি, টাকা পয়সা'র জন্যে তো নয়। ৪ ভাইবোনের মধ্যে বড় রিপন কুমিল্লা জেলা স্কুলের ছাত্র। হোষ্টেলে থেকে দৈনিক ৮/৯ ঘন্টা পড়ালেখা করেছে, ইংরেজী এবং অংক বিষয়ে অনিয়মিতভাবে প্রাইভেট টিউটরের সাহায্য নিয়েছে। ওর মতে রেজাল্ট ভালো করার জন্য প্রাইভেট টিউটরের কিছুটা প্রয়োজন আছে, সেইসাথে প্রয়োজন নিয়মিত পড়া এবং কখনো কখনো উপরের ক্লাসের বইপত্র থেকে সাহায্য নেয়া। টেষ্টে তৃতীয় স্থান পাওয়া রিপন একটি ব্যতিক্রমধর্মী কথা বলেছে। এই রেজাল্টের পেছনে কার কার অবদান রয়েছে জিজ্ঞেস করলে রিপন বললো, প্রথমতঃ আমার এবং পরে বাবা-মা এবং শিক্ষকদের। চাঁদপুর জেলার বিজয়পুরের ছেলে রিপনের খেলাধুলা ভালো লাগলেও নিজে তাতে অংশ নেয় না তেমন।

আবুল কালাম সারোয়ার
কুমিল্লা বোর্ডে যুগ্মভাবে প্রথম

কুমিল্লা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় যুগ্মভাবে প্রথম হওয়া অপরজনের নাম আবুল কালাম সারোয়ার।

গতকাল বিকেল চারটার পর কলেজের অধ্যক্ষ টেলিফোনে নারায়ণগঞ্জে বাবুকে সংবাদটি দেয় এবং অভিনন্দিত করে। ইতিপূর্বে সম্মিলিত ক্যাডেট কলেজের পরীক্ষায়ও সে প্রথম হয়। স্কুলেও সে বরাবর প্রথম হয়েছে। প্রকৌশলী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলে, 'কম্পিউটার সায়েন্স' আমার প্রিয় বিষয়। সাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সুকান্ত ভট্টাচার্য আর সংগীতে রবীন্দ্র সংগীত ও নজরুল গীতি অত্যন্ত প্রিয়। বাবুর ৬ বোন ৬ ভাইয়ের মধ্যে বড় ২ বোন অধ্যাপিকা। শিক্ষকবৃন্দ, বাবা-মা বড় ভাই সালাম এবং বড় বোন অধ্যাপিকা শিরিন বেগম এ ক্ষেত্রে নিয়মিত তাকে উৎসাহ যোগাতো। ব্যবসায়ী পিতা আব্দুল কাদের মিয়া ও সাধারণ গৃহিণী মা নুরুন্নাহার বেগমের আজ অফুরন্ত আনন্দ।

মোহাম্মদ শাহেদ ফারুক সিনহা

মোহাম্মদ শাহেদ ফারুক সিনহা স্থপতি হতে চায়। কিন্তু ওর মা চায় ফারুক এইচ, এস, সি পাস করে সেনাবাহিনীতে যোগ দিক।

যশোর বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারী মোহাম্মদ শাহেদ ফারুক সিনহা গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে তার ফুফা ডঃ মোবারক আলীর ৬/এ, ইষ্টার্ন হাউসিং এ্যাপার্টমেন্টে (রমনা থানার পেছনে) সংবাদ প্রতিনিধিকে বলেন, আমার ইচ্ছা বড় হয়ে স্থপতি হই। তবে আমার ভবিষ্যতের প্রশ্নে মায়ের ইচ্ছাই চূড়ান্ত।

ফারুকের সাথে কথা বলার সময় ওর মা সেখানে ছিলেন। তিনি বললেন, ফারুকের স্থপতি হওয়ার ইচ্ছায় আমি বাধা দিতে চাইনি। কিন্তু আমার সেই আর্থিক সামর্থ্য নেই যে, ফারুককে স্থপতি হওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে লেখাপড়া করাই। ফারুকের বাবা জনাব ফারুক লতিফ সিনহা ১৯৮৩ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী মারা গেছেন। এর পর থেকে অনেক কষ্টে ফারুক ও তার আরো ২ বোনকে পড়াশুনা করাচ্ছি। ফারুক এইচ, এস, সি পাস করে কিছু একটা করুক তাই আমি চাই।

ফারুকের মা আরো জানালেন, ফারুকের বাবা ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন। কিন্তু ১৭ বছর সরকারী চাকরি করার পর মৃত্যুর আগে পরিবারের জন্য কিছুই রেখে যেতে পারেননি। ফারুকের মা এরপর ছেলেকে হোষ্টেলে রেখে নারায়ণগঞ্জের পাইকপাড়ায় পিত্রালয়ে চলে আসেন এবং জামতলার একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে ম্যানেজারের চাকরি নেন।

ফারুক এস, এস, সি পরীক্ষায় মোট নম্বর পেয়েছে ৮৫৯। ফারুক বললো, আমি দিনে ১২।১৩ ঘণ্টা পড়াশুনা করি। ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছি। পড়াশুনার ব্যাপারে মার কাছ থেকেই সবচেয়েবেশী উৎসাহ পেয়েছি।

ফারুক ভাল ছবি আঁকতে পারে। ছোট বেলায় গানও শিখেছে। ও দেখতে খুবই সুদর্শন। ফারুকের কাছে রবীন্দ্রসংগীতই সবচেয়ে প্রিয়।

জাহিদ হাসান

ঢাকা বোর্ডে দ্বিতীয়

জাহিদ হাসান, তাপস ঢাকা বোর্ডের প্রায় দেড় লাখ পরীক্ষার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় শীর্ষস্থানটি পেয়েছে। সপ্রতিভ এবং প্রত্যয়ী স্বভাবের ছেলে তাপস সারামুখে কষ্টের ছায়া মেখে বললো, যতটুকু ভেবেছিলাম তার চেয়েও ভালো পরীক্ষা দিয়েছিলাম আর তাই একরকম নিশ্চিত ছিলাম যে, সেরা ছাত্র আমিই হবো; কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল আমার সে প্রত্যাশা ভেঙে দিয়েছে। 'দুঃখজনক' এই রেজাল্টের জন্য তাপস ভাবছে পরবর্তী পড়ালেখা সে এদেশে করবে কিনা। গতকাল সকাল ১১টা পর্যন্ত তাপস জানতো সেই প্রথম হয়েছে।

অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র তাপস ৭ম শ্রেণী থেকে এসএসসি'র টেষ্ট পরীক্ষা পর্যন্ত ধানমণ্ডী গভঃ বয়েজ হাইস্কুলে একটানা প্রথম হয়ে এসেছে। এসএসসি পরীক্ষার আগে পরে মিলিয়ে সে ৫টি বইও লিখেছে। ২ ভাই ১ বোনের মধ্যে সবার বড় তাপস গড়ে ১৪ ঘন্টা করে পড়েছে, কোন প্রাইভেট টিউটরের সাহায্য ছাড়াই এবং টেষ্ট পরীক্ষার পর বাসায় মায়ের কাছে সে কয়েকটি পরীক্ষাও দিয়েছে বলে জানালো। তাপস বলেছে, রেজাল্ট ভালো করার জন্য মোট পড়াশোনার তিন ভাগের এক ভাগ হওয়া উচিত পাঠ্যবইয়ের বাইরের বই ও পত্রিকা থেকে এবং লেখার মধ্যে নতুনত্ব আনা। আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব রহমত আলী এবং মিসেস নাদিরা বেগমের ছেলে তাপস তার এই সাফল্যের পেছনে মা খুব খেটেছেন বললেও বিনীতভাবে সে তার স্কুলের শিক্ষকদের অবদানের কথা উল্লেখ করেছে। বড় হয়ে তাপস পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক হবে বলে জানিয়েছে।

সোনিয়া বেগ ঢাকা বোর্ডে মেয়েদের মধ্যে প্রথম

ঢাকা বোর্ডের সকল পরীক্ষার্থীর মধ্যে তৃতীয় হয়ে শাহীন স্কুলের সোনিয়া বেগ মেয়েদের মধ্যে প্রথম হবার গৌরব পেয়েছে। আশা করা গিয়েছিল ওদের গুলশানের বাড়ীটা গতকাল শুভার্থীদের ভিড়ে জমজমাট থাকবে; কিন্তু গিয়ে তেমন কিছু না দেখে খোজ করতেই আসল কারণ জানা গেলো। সোনিয়া তার বাবা-মা'র সাথে হজ করতে মক্কা গিয়েছে।

সম্ভবতঃ সোনিয়া আগেই খবর পেয়েছিল যে সে সাক্ষাৎকার নেয়ার মত ভালো রেজাল্ট করেছে তাই ওদের বাড়ীতে গিয়ে পাওয়া গেলো ছবি আর প্রয়োজনীয় তথ্য যা সে তৈরী করে রেখে গিয়েছে।

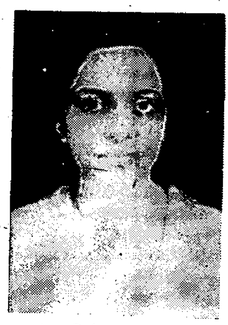

ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় সোনিয়ার হবি গান শোনা আর বইপত্র পড়া। সেও ডাক্তার হতে চায় বলে লিখে গিয়েছে। ৫ম এবং ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তিপ্রাপ্ত সোনিয়া এই সাফল্যের পেছনে তার শিক্ষক-শিক্ষিকা, বাবা-মা এবং নিজের অবদান আছে বলে জানিয়েছে। সোনিয়ার বাবা পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগীয় প্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) সৈয়দ আহমদ বেগ এবং মা মিসেস নাসরিন রাজিয়া আহমেদের সাথে আমাদের কথা না হলেও এটা নিশ্চয়ই ধরে নেয়া যায় যে তারা গর্বিত, আনন্দিত তাদের মেয়ের জন্য।

সুলক্ষণা শ্যামানাথ

সুলক্ষণা শ্যামানাথ রাজশাহী বোর্ডের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে মেয়েদের মধ্যে প্রথম ও সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৬ষ্ঠ হয়েছে। অংক, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান, ঐচ্ছিক গণিত জ্যামিতিক ও কারিগরি অংকন নিয়ে সব মিলিয়ে সে পেয়েছে ৮৪৫।

ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক স্বর্গত ডঃ ক্ষিতীশ চন্দ্রনাথ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ডঃ ঝর্ণা নাথের

২ মেয়ের মধ্যে শ্যামা ছোট। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের ছাত্রী শ্যামার ইচ্ছে প্রকৌশলী হওয়া এবং বাবা মায়ের মতো শিক্ষকতা করার।

খেলাধুলা, ছবি আঁকা, গান শোনা ও বই পড়া তার শখ। তাঁর দৃঢ় ইচ্ছা গবেষণা করার।

শাওন যশোর বোর্ডে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে

এবারের এস এস সি পরীক্ষায় যশোর বোর্ডে মেয়েদের মধ্যে শীর্ষস্থান দখল করেছে ফারহানা মান্নান শাওন। সম্মিলিত মেধা তালিকায় তার অবস্থান দ্বিতীয়। সে পাঁচটি বিষয়ে লেটারসহ মোট ৮৫৪ নম্বর পেয়েছে।

ওর বাবা কে এম এ মান্নান যশোর বি এ ডি সি'র (নির্মাণ) নির্বাহী প্রকৌশলী। শাওন যশোর দাউদ পাবলিক স্কুলের ছাত্রী। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী শাওনের রোল নম্বর যশোর ক্যান্টন্ম-১। সে একজন ডাক্তার হতে চায়। শাওন গণিত, ভূগোল, সাধারণ বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত ও টাইপে লেটার পেয়েছে।

এ সাফল্য সম্পর্কে শাওনের অনুভূতি জানতে চাইলে শাওন জানায়, তার আনন্দ লাগছে। তবে সেটা কি রকম তা সে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে না।

অবসর সময়ে গল্পের বই পড়া, ছবি আঁকা ও গান শোনা তার শখ।

শাওনরা ৩ ভাই-বোন। সে সবার বড়। শাওনের এ সাফল্যে তার বাবা-মা গর্বিত।

সপ্তদশ (২জন): আদিবা আঞ্জুম গীতি (অং, ভু, সাবি, গ, জ্যাকা) রোল রাজ ম-৮৪৩, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর ৮২৫, মোঃ গোলাম আজম (অং, সাবি, গ, বাহি) রোল দিন-২, দিনাজপুর জিলা স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর-৮২৫।

অষ্টদশ: খন্দকার ওমর আনোয়ার (অং, সাবি, গ) রোল রং-৪ ক্যাডেট ৩, রংপুর ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮২৪।

ঊনবিংশ (২ জন): মোহাম্মদ মাহমুদুল হক (অং, ভু, সাবি, গ, জ্যাকা) রোল রাজ ক্যাডেট ২৮, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮২২।

বিংশতম: মোঃ আসিফ ইকবাল (অং, ভু, সাবি, গ, জ্যাকা) রোল রাজ ৭৪৫, রাজশাহী গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর ৮২০।